বাংলাদেশে মৎস্যরোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার অবস্থা ও করণীয়

আমাদের দেশে বহুযুগ আগে থেকেই মাচ চাষ প্রচলিত থাকলেও, বৈজ্ঞানিকভিত্তিতে মৎস্যচাষ প্রচলন দেশে ৩/৪ দশক আগে থেকে শুরু হয়েছে। মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনাকে দিন দিন আরো উন্নত পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মৎস্য চাষ বিষয়ে পাঠদানরত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, দেশের মৎস্য বিভাগ এবং দেশের একমাত্র মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবদানকে খাটো করে দেখার সামান্যতম সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি না।

আমরা জেনেছি মৎস্যচাষ ব্যবস্থাপনায় মাটি, পানি, পরিবেশের গুরুত্ব অনেক। এর পাশাপাশি মৎস্যরোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনা, মৎস্য খামারে বায়োসিকিউরিটির গুরুত্ব এবং মৎস্য খামার পরিবেশের গুরুত্বও অপরিসীম। বিধায় মৎস্য বিষয়ক শিক্ষা ব্যবস্থায় উপরে বর্ণিত বিষয়গুলোর প্রতি আরো জোর দেয়া খুবই প্রয়োজন। কারণ মৎস্য চাষ ক্ষেত্রে দেশে বর্তমানে অনেক নতুন ও অজানা মৎস্যরোগের প্রকোপ দেখা যাচ্ছে।

দেশের জলবায়ু পরিবর্তন এ ক্ষেত্রে হয়তো বা না না ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে। এটাও সম্ভবত মাছের নতুন নতুন অজানা রোগের কারণ হলেও হতে পারে। মৎস্যরোগ প্রতিরোধে দেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কোন প্রভাব, আদও আছে কিনা অথবা নতুন নতুন মৎস্যরোগ সৃষ্টিতে দেশে জলবায়ু পরিবর্তন কতটুকু প্রভাব রাখছে কি রাখছেনা, তা জানার জন্য এ বিষয়ে গবেষণা করা; এ ক্ষেত্রে একটি অতীব জরুরি বিষয় বলে আমরা ধারণা করি। নতুন নতুন মৎস্যরোগ সণাক্তকরণ এবং এদের নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় মৎস্য ব্যবস্থাপনার জন্য পদক্ষেপ কি হওয়া দরকার তা এ বিজ্ঞানের গবেষকগণই ভালো বলতে পারেন।

আমরা মনে করি মাছের বিভিন্ন রোগ সনাক্তকরণ এ সমস্ত রোগ নিয়ন্ত্রণে মৎস্যরোগ চিকিৎসার থেকে মৎস্যরোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অপরিসীম। যদিও পৃথিবীর অনেক দেশেই জলজ প্রাণী চিকিৎসায় কখন কখন প্রাণিচিকিৎসকগণই পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকেন, তবুও মৎস্যরোগ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে মৎস্য বিজ্ঞানীগণের ভূমিকায় সব থেকে বেশি।

আমাদের দেশের পরিবর্তীত জলবায়ুর প্রেক্ষপটে, মাঠ পর্যায়ের মৎস্য বিজ্ঞানী এবং মৎস্য বিজ্ঞানে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ বর্তমানে মৎস্যরোগ বিষয়ে পরিবেশ এবং প্রতিবেশ বিষয়ে নতুন নতুন গবেষণা কার্যক্রম গ্রহণ করবেন এটা আমরা প্রত্যাশা করতেই পারি। আর এ ব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তর বাংলাদেশে মৎস্যগবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং সর্বপোরি মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মৎস্য অনুষদ সমূহ একটি বস্তুনিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন এটা বর্তমান সময়ে এ ক্ষেত্রের জন্য একটি জরুরি পদক্ষেপ হবে বলে আমরা মনে করি।

এ সংখ্যায় যাঁরা লিখেছেন তাঁদের জন্য রইলো আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা। 'খামারে' প্রকাশিত লেখার সূত্র স্বীকার করে পুনর্মুদ্রণ করা যেতে পারে, কিন্তু তা অবশ্যই ব্যবসায়িক স্বার্থে নয়। সেক্ষেত্রে পুনর্মুদ্রিত লেখাটি সম্পাদকের অবগতির জন্য প্রেরণের অনুরোধ রইল। মৎস্য, প্রাণিসম্পদ ও পোল্ট্রি বিষয়ক লাগসই প্রযুক্তিসমৃদ্ধ ও প্রায়োগিক কৌশলসম্পন্ন উৎপাদনমুখী লেখা সাদরে গৃহীত হবে। প্রবন্ধের মতামত লেখকের নিজস্ব। প্রকাশিত লেখার জন্য লেখককে সম্মানী প্রদান করা হয়ে থাকে।